দৈনিক
ইত্তেফাক

30 OCT 2017

প্রশ্নপত্র ফাঁস কি চলতেই থাকবে?

আরাফাত শাহীন

গত ৬ অক্টোবর সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ পরীক্ষা ছিল। আমার বড় বোন এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। পরীক্ষা দিয়ে এসে তিনি খুব উচ্ছ্বসিত। আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। আশা করি টিকে যাবো। আমি প্রশ্ন করলাম, কতজন নিবে আর পরীক্ষা কতজন দিয়েছে? তিনি আমাকে জানালেন, চার হাজারের উপরে লোক নিবে আর পরীক্ষা দিয়েছে ষোল হাজারের কিছু বেশি। আমি মনে মনে আশ্বস্ত হলাম হয়ত তিনি টিকে যাবেন।

রাতেরবেলা একটি অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে জানলাম সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রথমে গুজব মনে করে বিশ্বাস করিনি। পরদিন যখন দেশের সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় খবর বেরুলো তখন আর বিশ্বাস না করে উপায় রইলো না। খবর পেয়ে বোন বললেন, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। প্রশ্নপত্র তো ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এখন কী হবে? আমি জবাব দিতে পারলাম না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে জবাব দেওয়া সত্যিই মুশকিল। পরে অবশ্য পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু অসংখ্য মানুষ যে সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হলেন তার কি কোনো প্রতিকার হবে?

২০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনই খবর বের হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বিষয়টা স্বীকার করে নিয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে সারাদেশ থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য মনোনীত করা হয়। দেশের সোনালি সন্তানরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জায়গায় পড়াশোনা করার সুযোগ লাভ করে। এখন এমন জায়গায় যদি প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত কুৎসিত ও জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটতে থাকে তাহলে জাতি কোথায় গিয়ে নিরাপত্তা বোধ করবে? জানি না ঢাবি প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিবে। কিন্তু যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার শিক্ষার্থী যে ভোগান্তির শিকার হলো তাদের কী হবে?

২০১৫ সালের মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় আমি অংশগ্রহণ করি। আমার বাবা-মায়ের বিরাট স্বপ্ন ছিল ছেলে ডাক্তার হয়ে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। আমার নিজেরও আত্মবিশ্বাস ছিল যে পরীক্ষা দিয়ে টিকে যাবো। কারণ আমি সারাবছর অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম। পরীক্ষা দিয়ে আমি খুব উল্লসিত ছিলাম। আমার তো চান্স হয়েই যাবে! কিন্তু পরদিন যখন শুনতে পেলাম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে আমার মাথায় যেন তখন আকাশ ভেঙে পড়ল। শুধু আমার একার নয়, আমার মত হাজারো শিক্ষার্থীর হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পরে অনেক আন্দোলন হয়েছিল পুনরায় ভর্তি পরীক্ষার দাবিতে কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর বুকে যে দগদগে ক্ষত তৈরি হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে, তা কি কখনো বুঝতে পারবে সামান্য ক'টা টাকার জন্য যারা এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়?

আমি উপরে মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছি। এমন অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে আমাদের দেশে। একটি স্বাধীন দেশে সবকিছু যখন সুসংহত এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণে তখন এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা কোনোক্রমেই বরদাশত করা যায় না। ক্লাস ওয়ানের ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সর্বত্র আজ প্রশ্নপত্র ফাঁসের জয়-জয়কার। প্রতিটি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র টাকা দিলেই পরীক্ষার আগের রাতে পাওয়া যায়। তাহলে কে আর এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়! দুর্নীতি আজ অক্টোপাশের মত আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে। আমরা চেষ্টা করলেও তা থেকে সহজে বের হতে পারছি না। মানুষের নীতি-নৈতিকতা আজ আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে গিয়েছে। জাহেলি যুগের মানুষের নৈতিক অধঃপতনকেও আমরা আমাদের অপকর্ম দ্বারা হার মানিয়েছি।

১৯৭১ সালে পাক হানাদারবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকাররা প্রথমেই বেছে বেছে এদেশের জ্ঞানী মানুষকে চিরতরে সরিয়ে দেবার নীলনকশা এঁকেছিল। তারা এদেশের জ্ঞানী মানুষগুলোকে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে টার্গেট করেছিল। কারণ তারা জানতো জ্ঞানের শক্তি কতটুকু! আজও আমাদের দেশে এক শ্রেণির হীন চরিত্রের মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। তারা পরিকল্পিতভাবে আমাদের শিক্ষাকে টার্গেট করেছে। তারা চায় না এদেশের কোনো মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা লাভ করে দেশের উন্নতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুক। তারা এদেশের সমৃদ্ধি সহ্য করতে পারছে না। তাইতো তারা কোনো উপায়ন্তর না দেখে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে মেধাশক্তিকে চিরতরে ধ্বংস করার ভয়ঙ্কর নীলনকশা এঁকেছে। এরা একাত্তরের রাজাকারের মতই ভয়ঙ্কর এবং পাক হানাদারবাহিনীর চেয়েও হিংস্র। এখনই যদি তাদের চিহ্নিত করে নির্মূল করা না যায় তাহলে তারা আমাদের এই দেশটিকে চিরতরে ধ্বংস করে ছাড়বে।

আমরা আশা করবো আমাদের সরকার দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিবে। চক্রটি যেভাবে উঠেপড়ে লেগে প্রায় সবকটি জাতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে চলেছে তাতে আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারছি না। সম্ভবত একটি শক্তিশালী চক্র এই অপকর্মের সাথে জড়িত। তারা প্রভাবশালী কোনো মহলের ছত্রচ্ছায়ায় দিনের পর দিন এমন হীন কাজ করে যেতে পারছে। তবে তারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন অন্যায়কে প্রতিরোধ করার মত শক্তি বর্তমান সরকারের আছে। সরকার যদি আন্তরিকভাবে এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালায় তাহলে অবশ্যই দেশকে ধ্বংসকারী এই চক্রটিকে সমূলে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। যত দ্রুত প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা সম্ভব হবে দেশের ততই মঙ্গল। দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই আমাদের প্রত্যেকের উচিত স্ব স্ব অবস্থানে থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা।

● লেখক : শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়